সংবাদ দুটি[৩] নিম্নরূপ,

(ক) 'গত বৎসরের (১৮২৪) মধ্যে আমাদের জ্ঞাতসারে যে ২ কর্ম হইয়াছে' শীর্ষক শিরোনামে—'২৮ মার্চ তারিখে ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্য কর্ত্তৃক গোয়াহাটি আয়ত্ত হয়'।

(খ) ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দের ঘটনা-বিষয়ে প্রকাশিত হয়েছিল—'আসাম অবধি মণিপুর পর্যন্ত নূতন পথ করিতে আরম্ভ হয়' এবং 'আসাম দেশের রাজধানী রংপুর ব্রহ্মদেশীয়দের অধিকার করা হয়' শীর্ষক সংবাদ।

মূলত এসব সংবাদের মধ্য দিয়েই অসমের পরিচয় ঘটেছিল বৃহত্তর বঙ্গদেশের পাঠকসমাজের মধ্যে। অন্যদিকে এই পত্রিকাগুলির মাধ্যমে অসমে গড়ে উঠেছিল একশ্রেণির পাঠক। পরবর্তীকালে এই পাঠকেরাই নানা বিষয়ক সংবাদ, চিঠি, কবিতা ইত্যাদি প্রেরণ করেছেন 'সমাচার দর্পণ', 'সমাচার চন্দ্রিকা', 'বঙ্গদূত' প্রভৃতি পত্রিকায়। এর আভাস রয়েছে 'সমাচার দর্পণ'-এর 'আসামদেশে জ্ঞানবৃদ্ধি' শীর্ষক সংবাদে (৩০ জুলাই, ১৮৩১)—

> আসামদেশীয় অতিমান্য লোকেরা বঙ্গদেশের ও বঙ্গদেশ-প্রচলিত তাবদ্ব্যাপারের সঙ্গে এতদ্দেশীয় সম্বাদপত্রের দ্বারা সম্পর্ক রাখেন। ঐ আসামদেশস্থেরা যাদৃশ এতদ্দেশীয় সম্বাদপত্র গ্রাহক তাদৃশ প্রায় বঙ্গদেশের কোন জিলায় দৃষ্ট হয় না।
>
> অপর বঙ্গদেশের প্রায় অর্দ্ধেক জিলা হইতে কোন প্রেরিত পত্র সম্বাদপত্রে কখনো দৃষ্ট হয় না কিন্তু আমারদের কিম্বা অন্য ২ এতদ্দেশীয় সম্পাদপত্র সম্পাদকেরদের নিকটে আসামদেশ হইতে যে সপ্তাহে প্রেরিত পত্র না আইসে এমত সপ্তাহই প্রায় অপ্রসিদ্ধ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ, ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দ অবধি অসম থেকে কোনো সাময়িকপত্র প্রকাশিত হয়নি। এমনকি ১৮৩৬-এর পূর্বে এখানে ছাপাখানা বা মুদ্রণযন্ত্রও গড়ে ওঠেনি। এই প্রেক্ষিতেই অসমিয়া শিক্ষিত শ্রেণির মধ্যে বাংলাচর্চার সূত্রপাত ঘটতে শুরু করে।

৩. বাংলা গদ্য সাহিত্যের প্রারম্ভিক পর্বে হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকন (১৮০২-৩২), যজ্ঞরাম খারঘরীয়া ফুকন (১৮০৫-৩৮), জাদুরাম ভেকা বরুয়া (১৮০১-৬৯), মণিরাম দেওয়ান (১৮০৬-৫৮) প্রমুখ অসমিয়াভাষী বিদ্বৎজন বাংলা গদ্যচর্চায় মনোনিবেশ করেছিলেন। জন ক্লার্ক মার্শম্যানের 'সমাচার দর্পণ' (১৮১৮), ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সমাচার চন্দ্রিকা' (১৮২৯), নীলরত্ন হালদারের 'বঙ্গদূত' (১৮২৯) প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁরা নিয়মিত লেখা পাঠাতেন।

প্রথমেই উল্লেখ করা জরুরি হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকনের নাম। তিনি 'আসাম বুরঞ্জি' গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। ১৮২৯ সালে কলকাতার সমাচার চন্দ্রিকা প্রেসে গ্রন্থটি মুদ্রিত হয়েছিল। গ্রন্থটির আখ্যাপত্রে বলা হল, "আসাম বুরঞ্জি অর্থাৎ আসাম দেশীয় ইতিহাস প্রথম ভাগ'।[৪]

'আসাম বুরঞ্জি' প্রকাশের উদ্দেশ্য ছিল, বঙ্গীয় জনগণের কাছে অসমের পরিচয় তুলে ধরা। গ্রন্থের 'অনুষ্ঠান-পত্র' অংশে হলিরাম জানিয়েছেন,

> ... কিন্তু আসাম দেশের বিষয় বৃত্তান্তের কোন পুস্তক এ পর্য্যন্ত মুদ্রিত হয় নাই। আসাম কামরূপ ইত্যাদি নামে দেশ আছে, ইহাই স্থূলরূপে অনেকের পরিগ্রহ আছে; তাহার বার্ত্তার বিজ্ঞান দূরে থাকুক, সে দেশ কিরূপ, কোন দিগ, তাহা অন্যদেশীয় লোক প্রায় অনেকেই জ্ঞাত নহেন; অতএব আসামের বৃত্তান্ত প্রকাশ [⁄₀] করা আবশ্যক। বিশেষতঃ এইক্ষণে আসাম দেশ ইংলণ্ডীয়াধিকৃত হওয়াতে নানা দিগ্‌দেশীয় লোকের গমনাগমন হইয়াছে ও হইতেছে ও হইবে, কিন্তু তাঁহারা আসামের রীতি চরিত্রাদি বিষয়ে অনভিজ্ঞতাপ্রযুক্ত রাজকার্য্যাদি করিতে নৈপুণ্য প্রকাস করেন আশু ক্ষম হন না, অতএব সকল লোকের উপকারার্থে আসাম বুরঞ্জি নামক গ্রন্থ অর্থাৎ আসামের ইতিহাসে বর্ণনা করিয়া এই পুস্তক প্রকাশ করিলাম।

—মুখ্যত হলিরামের গ্রন্থটি হয়ে উঠেছে অসম-দর্পণ। বঙ্গীয় বিদ্বৎসমাজে অসম-সম্পর্কে প্রকৃত ও যথাসম্ভব ত্রুটিমুক্ত পরিচয় প্রদানই এ গ্রন্থ প্রকাশের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। স্মরণযোগ্য যে গ্রন্থটি বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই বাংলা গদ্যে আধুনিক ইতিহাস রচনার সূত্রপাত ঘটে।[৫] এই ইতিহাস-রচনার অধিকাংশই ছিল স্কুলপাঠ্য এবং অনূদিত। এর পাশাপাশি বাংলা ইতিহাসচর্চার আরো একটি ভিন্ন ধারার সন্ধান পাওয়া যায়। সুকুমার সেন এই ধারাকে ইতিহাস বিষয়ে 'স্বাধীন রচনা' বলে অভিহিত করেছেন। হলিরামের গ্রন্থ-সম্পর্কে তিনি বলেছেন,

> আলোচ্য সময়ে ইতিহাস বিষয়ে একমাত্র স্বাধীন রচনা, অর্থাৎ যাহা ইংরেজীর অনুবাদ নহে, তাহা হইতেছে হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকন (১৮০২-৩৩) রচিত 'আসাম বুরঞ্জী' (১৮২৯)।[৬]

এই সূত্র ধরেই 'আসাম বুরঞ্জি'র সম্পাদক অধ্যাপক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য জানিয়েছেন,

> হলিরাম রচিত আসাম বুরঞ্জিকেই বাঙ্গালা ভাষায় মুদ্রিত প্রথম মৌলিক ইতিহাস গ্রন্থ বলিয়া চিহ্নিত করিতে পারি। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে বাঙ্গালীদের প্রতি প্রীতিভাবাপন্ন জনৈক অবাঙ্গালীই বাঙ্গালা ভাষায় প্রথম মৌলিক ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।[৭]

বলা বাহুল্য যে হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকন আলোকদীপ্ত উনিশ শতকের বঙ্গদেশে বিশেষ করে কলকাতার বৌদ্ধিক সমাজে যথেষ্ট পরিচিত ছিলেন। স্বল্প-সময়ের কলকাতা-বাসে তিনি যথেষ্ট গুরুত্ব ও সম্মান পেয়েছিলেন তৎকালীন বঙ্গীয় সমাজের কাছে। 'বিজ্ঞ' বা 'বিদ্বান' রূপে তাঁর পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে সে সময়কার পত্র-পত্রিকায়। এমনকি সনাতনপন্থী হিন্দু শাস্ত্রজ্ঞ ও উদার মনোভাবাপন্ন—এই দুই শিবিরেই হলিরামের গ্রহণযোগ্যতা ছিল অসীম। শুধু 'আসাম বুরঞ্জি'ই নয়, হলিরামের বেশ কিছু চিঠি ও সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল সে সময়কার পত্র-পত্রিকায়।

হলিরামের পর নাম করতে হয় যজ্ঞরাম খারঘরীয়া ফুকনের। তিনি ছিলেন ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত প্রথম অসমিয়া ব্যক্তি। হলিরামের মতো কোনো বিশেষ গ্রন্থ রচনা করেননি যদিও তাঁর বাংলা লেখালিখির নিদর্শন পাওয়া যায় 'সমাচার দর্পণ'-এর

পাতায়। যজ্ঞরামের একটি চিঠি প্রকাশিত হয়েছিল 'সমাচার দর্পণ'-এর ৯ জুলাই ১৮৩১ সালের সংখ্যায়। এমনকি রক্ষণশীল ব্রাহ্মণদের প্রতি বিদ্রূপ আর রামমোহন রায়ের মনোভাবকে প্রশংসা করতেও তিনি কুণ্ঠিত বোধ করেননি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে প্রথমাবস্থায় রামমোহন রায় যাঁদের সঙ্গে ব্রহ্মোপাসনা করতেন, তাঁদের মধ্যে যজ্ঞরাম ছিলেন অন্যতম।

এরপর ১৮৩১ সালের ৩০ জুলাই তারিখের 'সমাচার দর্পণ'-এ প্রকাশিত হয়েছিল যজ্ঞরামের অনূদিত Lucy and Her Bird নামক একটি ইংরেজি কবিতার বঙ্গানুবাদ। 'সমাচার দর্পণ'-এর উক্ত সংখ্যায় অনুবাদক যজ্ঞরামের প্রসঙ্গ পাওয়া যায় এভাবে—

> আসামদেশে সরকারী কর্ম্মকারক শ্রীযুত যজ্ঞরাম খারঘরীয়া ফুক্কনকৃত ইংরেজী পদ্যের বাঙ্গলা অনুবাদ আমরা অত্যন্তাহ্লাদপূর্ব্বক এ সপ্তাহে প্রকাশ করিলাম।

যজ্ঞরামের আরও একটি চিঠি প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৩২ সালের ১৯ মে'র 'সমাচার দর্পণ'-এ। চিঠিটি তিনি হিন্দুস্থানী ভাষার বহুল প্রচারের উদ্দেশ্যে লিখিছিলেন। 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকায় (১৮ আগস্ট ১৮৩৮। ৩ ভাদ্র ১২৪৫) তাঁর মৃত্যু সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে এভাবে—

> আমরা অতিশয় খেদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে....আসামের সদরে : সদুর যে যজ্ঞরাম খরঘরিয়া ফুককন তিনিও মরিয়াছেন ইঁহারা উভয়েই উত্তম বিদ্বান ছিলেন।

প্রথম অসমিয়া অভিধান প্রণেতা জাদুরাম ডেকা বরুয়া 'সমাচার দর্পণ'-এর পাতায় (১৫ অক্টোবর, ১৮৩১) একটি সমালোচনামূলক নিবন্ধ লিখেছিলেন। দাঁড়ি-কমাবিহীন আলোচনাটিতে তিনি হলিরামের 'আসাম বুরঞ্জি'র পাঠ-প্রতিক্রিয়া এবং কয়েকটি তথ্যগত ত্রুটি স্পষ্ট করেছেন—

> তাহা সংক্ষেপের মধ্যে অতি উত্তম রূপে প্রথিত হইয়াছে সন্দেহ নাই কিন্তু কোন ২ স্থানে কথার যে অন্যথা আছে তাহা তাহাতেই অবশ্য স্বীকার করিবেন কেননা তৃতীয় খণ্ডের ৭ পৃষ্ঠায় দৃষ্ট হইল যে আসামের পূর্ব্ব সীমা তেজি নামরূপকে নিরূপণ করিয়াছেন আমি তাহা জানি তাহা যথার্থ নহে...

—সময়ের দিক থেকে বাংলা গ্রন্থ-সমালোচনার ইতিহাসে এ রচনাটির গুরুত্ব অপরিসীম।

জাদুরাম বিভিন্ন কু-সংস্কার, কু-প্রথার প্রতি সর্বদা বিরুদ্ধ মত পোষণ করতেন। তাঁর এই সৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায় ভিন্ন একটি রচনায়—

> যাহারা স্ত্রীহত্যাকরণে উদ্যোগী, তাহারা ধার্ম্মিক, যাহারা প্রাণ-রক্ষণে যত্নবান তাহারা দোষী—এমত জঘন্য ভাব যাহারা পোষণ করিয়া থাকেন তাহারা আপন কোন অঙ্গকে অগ্নিসঙ্গ করিয়া দেখুন, দেখুন কি সুখ হয়...

১৮২৯ সালের ৮ আগস্ট প্রকাশিত (অসম থেকে প্রেরিত) একটি চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে অসম এখন 'ইংগ্লণ্ডীয়াধীন হইবাতে কলি অত্যন্ত খবিষ্ট হইয়াছে'। এই মন্তব্যের সমর্থনে বলা হয়েছে যে—

> সম্প্রতি কামাখ্যার দেবালয়ে ২/৩ জন বিপ্র-বিধবা গর্ভবতী হইয়াছে তাহার বিচার করাতে কএকজনের উপর দোষার্পণ করিয়া পুনঃ উৎকোচ গ্রহণ করিয়া তাহা মিথ্যা করার কল্পনা করিয়াছে, এবমাদি কত অধর্মের সঞ্চার হইয়াছে, তাহা লেখা ভার।

—এ থেকেই স্পষ্ট যে একাংশ অসমিয়া ব্যক্তি ব্রিটিশদের আগমনকে কীভাবে নিয়েছিলেন?

'কস্যচিৎ কামরূপ নিবাসিনঃ' অর্থাৎ কামরূপনিবাসী একজন ব্যক্তি লিখেছিলেন 'আসামদেশের উমানন্দ পর্ব্বতের অংগহীন' শীর্ষক সংবাদ। ১৮৩২ সালের ১ ডিসেম্বর প্রকাশিত উক্ত সংবাদ থেকে জানা যায় যে 'কখন শুনা যায় নাই যে ঝড়ে পর্ব্বত পড়ে, ঐ ঝড়ে তাহাও পড়িয়াছে'। পত্রলেখক একথাও জানিয়েছেন যে উমানন্দ পর্বতের 'অঙ্গহীন হইলেই অমংগল হয়'। এ-সংবাদ বৃহৎ আকারে ধস নামার ইঙ্গিত বহন করছে।

বঙ্গদেশে উনিশ শতকের গোড়র দুটি দশকে নানা সামাজিক পট-পরিবর্তনের ঢেউ পরিলক্ষিত হয়েছিল। এর প্রভাব অসমেও এসে পড়েছিল। আর তার ফলশ্রুতিতেই আমরা দেখতে পেলাম নানা চিন্তা-উদ্রেককারী অসম-বিষয়ক সংবাদ তথা গ্রন্থের। এই রচনাগুলি পাঠ করলে স্পষ্ট বোঝা যায় যে অসমিয়া বিদ্বৎসমাজ যুক্তি ও তথ্যপূর্ণ সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমে জনগণের চেতনা জাগ্রত করার চেষ্টা করেছিলেন। এভাবেই অসমিয়া-শিক্ষিত মহলে ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে আধুনিক বাংলা লেখা-লিখির শুরু হয়।

৪. ইতিমধ্যে ১৮৩৬ সালে অসমে বাংলাভাষার প্রবর্তন করা হয়। তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে অসমের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও আদালতে বাংলার প্রচলন (১৮৭৩) ছিল। অসমিয়াভাষায় লেখা হেমচন্দ্র বরুয়ার 'আত্মজীবনচরিত' থেকে জানা যায়,

> তেতিয়া অসমও বাঙালী ভাষার বৰ আদৰ আছিল, মাতৃভাষাক সকলোরে ঘিনাইছিল—স্কুলত বাঙালী, কাছাৰীত বাঙালী, ডেকা বিলাকৰ আলাপত বাঙালী আৰ তেওঁবিলাকৰ চিঠিতো বাঙালী ভাষাহে চলিছিল; সকলোরে ৰঙ্গিনী-বঙ্গিয়াক সঙ্গিনী কৰি লৈছিল। অৰশ্যে মইও এই নিয়মেৰ ব্যতিক্রম নাছিলো, বঙ্গভাষা মোৰ বুকুৰ কুটুম আছিল।[৮]

সরকারি ভাষা হওয়ার দরুন অসমে এই সময়টায় বাংলাচর্চার প্রভাব স্বাভাবিকভাবেই ছিল ব্যাপক। এ-সময়কালে অসমিয়া বিদ্বৎসমাজের রচিত যে ক'টি বাংলা গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গেছে, তার ভেতর আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকনের (১৮২৯-৫৯) 'আইন ও ব্যবস্থা সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড (১৮৫৫) উল্লেখযোগ্য। এছাড়া মণিরাম দেওয়ানের 'বুরঞ্জী বিবেকরত্ন' (১৮৩৮) গ্রন্থটির প্রসঙ্গও স্মরণযোগ্য। এ-গ্রন্থে সংস্কৃত ও অসমিয়াভাষার পাশাপাশি বাংলার মিশ্রণ লক্ষণীয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যপর্বে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও আদালতে অসমিয়া ভাষা প্রচলনের জন্য যাঁরা অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন অন্যতম। তাঁর এই সক্রিয়তা 'অসমীয়া ল'বাৰ মিত্র' (১৮৪৯), 'A Few Remarks on the Assamese Language and Vernacular Education in Assam' (১৮৫৫) গ্রন্থে সুস্পষ্ট। মুখ্যত শেষোক্ত বইটি প্রকাশের পর থেকেই অসমিয়া বিদ্বৎসমাজের মধ্যে অসমিয়া ভাষা প্রচলনের প্রতি সমর্থন শুরু হতে দেখা যায়। এবং

উল্লেখ্য যে এর অল্প-পূর্ববর্তীসময়ে প্রকাশিত হতে শুরু করে প্রথম অসমিয়া সংবাদ-সাময়িকপত্র 'অরুণোদই' (১৮৪৬)। তাই বলা যায়, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ মূলত প্রাক্-অরুণোদয় যুগে অসমিয়া বিদ্বৎসমাজে বাংলাচর্চার যে স্বতঃস্ফূর্ত ধারা দেখা দিয়েছিল, পরবর্তীকালে বাংলাচর্চার এই ধারা ক্রমশ ক্ষীণায়মান হয়ে পড়ে। এর মূল কারণ দুটি,

(ক) অসমিয়া শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির মধ্যে নিজেদের ভাষা-সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহ ও উৎসাহ বৃদ্ধি এবং

(খ) আমেরিকান মিশনারিদের দ্বারা প্রকাশিত অরুণোদয় পত্রিকার প্রভাব।

তবে উনিশ শতকের শেষার্ধে অসমিয়া সুধী সমাজের মধ্যে বাংলাচর্চার নিদর্শন যে একেবারেই পাওয়া যায় না, তা নয়। বিদ্যালয়ে বাংলা ভাষায় শিক্ষাগ্রহণের ফলে স্বাভাবিকভাবেই বাংলাভাষাচর্চায় অসমিয়া সুধী সমাজের মধ্যে আগ্রহ জন্মেছিল। এমনকি তাঁদের অনেকেই লৌকিক সাহিত্যচর্চাতেও মনোযোগী হয়ে উঠেছিলেন। অসম সাহিত্য সভার প্রথম সভাপতি পদ্মনাথ গোহাঞিবরুয়া (১৮৭১-১৯৪৬), লক্ষ্মীনাথ বেপবরুয়া (১৮৬৪-১৯৩৮) প্রমুখ প্রথম-যৌবনে নিয়মিত বাংলা কবিতা লিখতেন।[৯] এর পাশাপাশি আমরা পেয়েছি বেশকিছু প্রবন্ধ-নিবন্ধ। মুখ্যত এগুলি লেখা হয়েছে অসমিয়া ভাষা বাংলার উপভাষা নয় কিংবা অসমিয়া-সমাজ বিষয়ে বাঙালির ভুল ধারণা ভাঙানোর উদ্দেশ্যে। এক্ষেত্রে লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন।

উনিশ শতকে লক্ষ্মীনাথের দুটি বাংলা রচনার প্রসঙ্গ পাই। এই রচনা দুটি হচ্ছে,

(ক) লক্ষ্মীনাথ বিদ্যাবর্য্য (বজবড়ুয়া), আসামী ভাষা, পুণ্য, ১৩০৫, আশ্বিন-কার্তিক

(খ) — , বাঙ্গালী ও আসামী ভাষা অভিন্ন নহে, পুণ্য, ১৩০৫, পৌষ

উল্লেখ্য যে প্রথমোক্ত রচনাটি 'ভারতী'তে প্রকাশিত (১৮১৮) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ভাষা বিচ্ছেদ' প্রবন্ধের প্রতিবাদ-স্বরূপ লেখা। অসমিয়া বিদ্বৎসমাজের মধ্যে উনিশ শতকে এভাবেই বাংলাচর্চার এক ব্যাপক নিদর্শন গড়ে ওঠে।

৫. উনিশ শতকের অসমে বাংলা লেখালিখির তিনটি ধারা পরিলক্ষিত হয়। এই তিনটি ধারার অন্যতম হল অসমিয়া বিদ্বৎসমাজের বাংলা লেখালিখির অনুশীলন। উনিশ শতকের দুটি অর্ধে অসমিয়াভাষীদের মধ্যে বাংলা লেখালিখির চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য পরিবর্তিত হয়েছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে আলোকদীপ্ত বঙ্গীয় সমাজের সংস্পর্শে এসে হলিরাম, যজ্ঞরাম, জাদুরাম প্রমুখ বিশিষ্টজনেরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বাংলাচর্চায় মনোনিবেশ করেছিলেন। আবার এর পাশাপাশি উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে লক্ষীনাথ বেজবরুয়ার মতো ব্যক্তিত্ব বাংলা লেখালিখি করেছিলেন মুখ্যত বাঙালিদের মধ্যে অসমিয়া ভাষা-সংস্কৃতি সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার অবসান ঘটাতে। বলা বাহুল্য, এই দ্বিমাত্রিক চরিত্রেই উনিশ শতকে অসমিয়া বিদ্বৎসমাজের বাংলা লেখালিখির রেখাচিত্র অঙ্কিত হয়েছে।

সূত্র-নির্দেশ

১. সেন, সুকুমার : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড ১৮০১-১৮৮০, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, প্রথম আনন্দ সংস্করণ ১৪০১, পৃ. ২।

২. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার : 'পরিচিতি', বাংলার বাইরে বাংলা গদ্যের চর্চা : ষোড়শ-অষ্টাদশ শতক, সুধাংশুশেখর তুঙ্গ সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৫, পৃ. ১৩।

৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ (সম্পাদিত) : সংবাদপত্রে সেকালের কথা, দ্বিতীয় খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, পঞ্চম মুদ্রণ পৌষ ১৪০১।

৪. 'আসাম বুরঞ্জি' গ্রন্থটি মোট চারটি ভাগে প্রকাশিত হয়েছিল। ভাগ চারটির পৃষ্ঠা যথাক্রমে ৮৬, ৩২, ২৯ এবং ৬০।

৫. মঞ্জুর, নূরুল ইসলাম; বাঙালির ইতিহাস চর্চার ধারা, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ১।

৬. সেন, সুকুমার : বাঙ্গালা সাহিত্যে পদ্য, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, প্রথম আনন্দ সংস্করণ ১৯৯৮, পৃ. ৩৭-৩৮।

৭. ভট্টাচার্য, যতীন্দ্রমোহন (সম্পাদিত) : আসাম বুরঞ্জি, মোক্ষদা পুস্তকালয়, গুয়াহাটি, ১৯৬২, সম্পাদকের নিবেদন-অংশ।

৮. বরুয়া, হেমচন্দ্র : অসমীয়া সাহিত্যর চানেকি, ৩য় খণ্ড, ১ম অংশ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যায়, কলকাতা, পৃ. ১৭২।

Prasun Barman, Department of Bengali, Cotton college, Guahati